বনভোজন

(সিডি৩২এনডি৬)

বনভোজন মানে একদিনের আনন্দ। সবাই মিলে কোন একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে রান্না করে খাওয়া আর মজা করা। আজকাল আর কেউ বনভোজন বলে না। ইংরাজিতে বলে ‘পিকনিক’। এখন মানুষের পিকনিক যাওয়া খুব বেড়ে গেছে। সেই কারণে পিকনিকের জায়গা (স্পট) ফাঁকা পাওয়াই যায় না। শীতকাল এলেই মানুষ একটা দিন ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে খেয়ে দেয়ে মজা করতে।

গতবার শীতের সময় বড় পিসিমণির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম বাঁকুড়া। ওখানে এক সপ্তাহ থাকার কথা ছিল। মা, ভাই আর আমি গিয়েছিলাম। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। তাই পড়াশোনার একদমই চাপ নেই। ওখানে যাবার পর আমরা পিসেমশাইকে ধরে বায়না করলাম বনভোজনে যাবার জন্যে। তাই ঠিক হল শনিবার আমরা বেরিয়ে পড়ব বনভোজনের উদ্দেশ্যে। আমার পিসতুতো দুই দিদির বিয়ে হয়েছে বাঁকুড়া আর বিষ্ণুপুরে। তাই ওদেরকেও যাবার কথা বলা হল। চারটে গাড়ি করে যাওয়া হবে।

শনিবার ভোর ভোর সবাই তৈরি হয়ে নিলাম। ঠাণ্ডাটাও বেশ পড়েছিল। তবে আকাশ পরিষ্কার ছিল। সকাল আটটায় সবাই বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে একজন বামুন ঠাকুর ও জোগাড়ে নেওয়া হল রান্না করার জন্যে। বড় বড় বাসন সব পিসিমণির বাড়িতেই ছিল। সেগুলোই গাড়িতে তুলে নেওয়া হল। সাড়ে নটায় আমরা গঙ্গানগর পৌঁছলাম। কিন্তু গঙ্গা নেই। চারিদিকে গাছপালা ভর্তি। সামনেই মা কালির একটা বড় মন্দির ছিল। সেখানে প্রচুর লোকজনের আনাগোনা। ইতিমধ্যে সবারই খিদে পেয়েছিল। জামাইবাবুরা সবাইকে খেতে দিলেন কেক, ডিম সেদ্ধ, কলা আর মিষ্টি। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আমরা জায়গাটা ঘুরে দেখবার জন্যে বড়দের সাথে বেরিয়ে পড়লাম। পিসেমশাই আর জ্যেঠু রইলেন রান্নার তদারকির জন্যে।

প্রথমে কালি মন্দির গেলাম। বিরাট কালি মূর্তি। মন্দির চত্বরটা খুব সুন্দর সাজান। বসবার জায়গা আছে। ঠাকুর প্রণাম করে ওখান থেকে বেরিয়ে একটু খেলাধূলা করে নিলাম। ব্যাট-বল আর ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট আর কর্ক সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। বড়-ছোট সবাই মিলে খেললাম। মা, পিসিমণিরা গল্প করছিলেন। আড়াইটের সময় দুপুরের খাওয়া শুরু হল খিচুরি, বেগুনী, কষামাংস আর চাটনি। সবাই একসাথে খেতে বসলাম। বামুন ঠাকুররাই পরিবেশন করলেন। খাওয়ার পর বড়-ছোট সবাই মিলে কবিতা পাঠ, গান, আর আনতাকসারি চলল। কখন যে পাঁচটা বেজে গেল খেয়ালই করিনি। পিসেমশাই সবাইকে তাড়া দিতে লাগলেন তৈরি হবার জন্যে। চা-বিস্কুট খেয়ে সব গুছিয়ে নিয়ে আবার ফেরার পথে রওনা দিলাম। বাড়ি ফিরে সারা সন্ধ্যে চায়ের টেবিলে কেবল বনভোজনের গল্পই হল। সবাই মিলে দারুণ মজা করেছি। দিনটা ভালই কাটালাম। দুদিন পর এই বনভোজনের স্মৃতি বুকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম।

© arked infotech 2014